গণভোটের ম্যান্ডেট যদি মূল্যায়ন না করা হয়, জনগণ রাজপথে নেমে আসতে বাধ্য হবে: মিয়া গোলাম পরওয়ার

সরকার জনগণের গণভোটের ম্যান্ডেট যদি মূল্যায়ন না করে, জনগনই আবার রাস্তায় নেমে আসবে। আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই| রাজপথে কিভাবে আন্দোলন করতে হয় আমরা জানি। দেশের মানুষ জানে| আমাদেরকে রাজপথে নামতে বাধ্য করবেন না। ঝিনাইদহে জামায়াতের ওয়ার্ড সভাপতি সম্মেলন সভায় এসব কথা বলেন, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রিয় সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ছাত্র শিবির কে যারা গুপ্ত বলে তারা ১৭ বছর বিদেশে লুকিয়ে ছিল, তারাই গুপ্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদলকে হায়নার মতো শিক্ষার্থীদের উপর লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে। সরকার সেই পুরনো কর্তৃতবাদী শাসনের পথে ফিরতে চাচ্ছে। কিন্তু দেশের জনগণ সরকারের সেই আশা পূরণ করতে দেবেনা।

আজ শুক্রবার দুপুরে শহরের একটি পার্কের মিলনায়তনে ঝিনাইদহ জেলা জামায়াত আয়োজিত ওয়ার্ড সভাপতি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলে।

সরকারের সমালোচনা করে মিয়া গোলাম পরে আবার বলেন, দেশের মানুষ বারবার রক্ত দিয়েছে| আমরা আর রক্ত দিতে চাইনা| এই সরকার কর্তৃতবাদী ফ্যাসিবাদী শাসনের পথে ফিরে যাওয়ার কাজ শুরু করেছে| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের হায়নার মতো লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে। জনগণ কর্তৃত্ববাদী শাসন আর মেনে নেবে না।

নির্বাচনে বিজয়ী করতে ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, আজকে যারা জামাত-শিবির কে গুপ্ত বলে, ১৭ বছর সেই প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই বিদেশে লুকিয়ে ছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে বিএনপির গুপ্ত উপদেষ্টারা ছিল। যারা এই সরকারের মন্ত্রী হয়েছে। কাজেই জনগণ জানে আসল গুপ্ত কারা।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ঝিনাইদহের মাটি শহীদের রক্তে ভেজা জনপদ। বছরের পর বছর এ অঞ্চলের মানুষ কর্তৃতবাদী ফ্যাসিবাদী শাসনামলে বাড়িতে ঘুমাতে পারেনি। জীবনের বিনিময়ে ফাঁসিবাদী শাসন ব্যবস্থা বিলোপ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সামনে নতুন করে কর্তৃতবাদী ফ্যাসিবাদী শাসন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। জনগণ আর কোনো সরকারকে কর্তৃতবাদী হওয়ার সুযোগ দেবে না।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, বগুড়ায় একটি সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন জামায়াতের ওপরে নাকি স্বৈরাচারের আত্মা ভর করেছে। আমরা বলতে চাই, বিএনপি সরকারকে ভুতে ধরেছে| কর্তৃতবাদী ফ্যাসিবাদী শাসনের ভূতে ধরেছে। যে কারণে সরকার চাইলেও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারছে না| ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সরকার এখন ছলচাতুরি শুরু করেছে| গতকাল ডাকসুর নির্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধির উপর হামলার নিন্দা জানান|

জুলাই জাতীয় সনদ ও গণভোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঐকমত্য কমিশনের আয়োজনে নির্বাচনের আগে চার মাস ধরে দফায় দফায় সংলাপ হয়েছে| ৩৩ টি রাজনৈতিক দল সংবিধান সংস্কারে ঐক্যমতে পৌঁছায়| দুঃখের বিষয়, বিএনপি সংবিধান সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ দশটি পয়েন্টে নোট অফ ডিসেন্ট দেয়। অধিকাংশ দল সংবিধান সংস্কার ঐক্যমতে পৌঁছালেও বিএনপি তার বিরোধিতা করেছে। এখন তারা গণভোটের রায়কে বাতিল করতে চায়। সংবিধানের দোহাই দিয়ে বিএনপি সরকার ফ্যাসিবাদী শাসন টিকিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকারকে হুঁশিয়ারি করে তিনি বলেন, আমরা বহু রক্ত দিয়েছি, দেশের মানুষ বারবার জীবন দিয়েছে। আমরা আর রক্তের বিনিময়ে পরিবর্তনের পথে হাঁটতে চাই না। সরকার জনগণের গণভোটের ম্যান্ডেট যদি মূল্যায়ন না করে, জনগনই আবার রাস্তায় নেমে আসবে। রাজপথে কিভাবে আন্দোলন করতে হয় আমরা জানি। দেশের মানুষ জানে। আমাদেরকে রাজপথে নামতে বাধ্য করবেন না।

ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ওয়ার্ড সম্মেলনে কেন্দ্রীয় জামায়াত নেতা মোবারক হোসেন, ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মতিয়ার রহমান, ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবু তালেব, জেলা নায়েবে আমীর আব্দুল আলিম, বিভিন্ন উপজেলার আমীরসহ জেলা জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন পরিচালনা করেণ জেলা

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল আওয়াল।

এই সংসদ বাংলাদেশের জনগণের সংসদ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ‘আজকের এই সংসদ বাংলাদেশের জনগণের সংসদ। দেশের মানুষ এই সংসদের দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে।’

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদের স্পিকারের বক্তব্যের পর শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘আজ থেকে স্পিকার আর কোনো দলের নন, তিনি পুরো সংসদের অভিভাবক।

দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় গণতান্ত্রিক মানুষ এই সংসদের দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে আমরা এই সংসদকে অর্থবহ করতে চাই।’

তিনি আরো বলেন, ‘গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। জনগণকে দুর্বল জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়েছিল এবং সংসদকে মানুষের অধিকার লুণ্ঠনকারীদের ক্লাবে পরিণত করা হয়েছিল।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বিগত দেড় দশকে যারা নিজেদের এমপি পরিচয় দিতেন, তারা কেউ জনগণের ভোটে নির্বাচিত ছিলেন না। কিন্তু আজকের সংসদ জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংসদ। এটি বাংলাদেশের জনগণের সংসদ।’

তারেক রহমান বলেন, বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয়, বরং সুনির্দিষ্ট যুক্তি ও বিতর্কের মাধ্যমে সংসদকে প্রাণবন্ত করে তুলতে চাই আমরা।

এ ক্ষেত্রে স্পিকারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে সংসদ পরিচালনায় আমরা স্পিকারকে

সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবো।

বক্তব্যের শেষ দিকে স্পিকারকে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সংসদ সদস্যদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

গণভোট সম্পর্কে জনগণকে জানাতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, গণভোটের প্রচার-প্রচারণা বিষয়ে লিফলেট বিতরণ, স্থানীয় টিভি চ্যানেলে প্রচার, মাইকিং, ব্যানার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন সভা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তাব এসেছে। গণভোট আসলে কী; তা আমাদের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, জুমার দিনে প্রতিটি মসজিদে গণভোট বিষয়ে প্রচার চালানো যেতে পারে। সামনে বেশ কয়েকটি শুক্রবার রয়েছে। জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি কর্মকর্তা যদি জুমার দিনে মসজিদে গিয়ে জনগণকে গণভোট বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন, তাহলে তা একটি ভালো উদ্যোগ হবে বলে আমি মনে করি।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গণভোটের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ বিষয়ে এক মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি।

জেলা প্রশাসক আরো বলেন, স্থানীয় চ্যানেলে প্রচারের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও তৈরি করে জেলা তথ্য অফিসে প্রদান করা হবে। এরপর ইউনিয়নভিত্তিক প্রচার-প্রচারণা শুরু করা হবে, যেহেতু প্রত্যেক ইউনিয়নে প্রশাসক রয়েছেন। পাশাপাশি শহরের সকল সরকারি অফিসের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি টিম গঠন করে প্রত্যেকটি গ্রামের হাটের দিনে হাটে গিয়ে গণভোটের প্রচার চালানো হবে।

এছাড়াও সকল সরকারি অফিসের নিজস্ব ফেসবুক পেজে প্রচারের জন্য রিলস ভিডিও তৈরি করে গণভোট বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা চালানোর কথা জানান তিনি।

স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক খাতুনে জান্নাতের সঞ্চালনায় এসময় আরো বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. এনামুল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা গণভোটকে সামনে রেখে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করা, সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ নিশ্চিত করতে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এ সময় জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে গণভোট কী, কীভাবে ভোট দিতে হবে তা উপস্থাপন করা হয়।

জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষায় আপসহীন থাকবে প্রশাসন

ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, “নির্বাচনে ভোটারের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্ক আছে। কোনো অনিয়ম, প্রভাব বা চাপ সৃষ্টির চেষ্টা বরদাশত করা হবে না। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সবাই যেন নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন—এটাই আমাদের অঙ্গীকার।”

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ সকাল ১১টায় উপজেলা হল রুম কর্মকর্তাবৃন্দ ও সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মেহেরপুর জেলার নবযোগদানকৃত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. সৈয়দ এনামুল কবির এসকল কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুরের মানুষ শান্তিপ্রিয়। মানুষের কল্যাণে প্রশাসন সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলভাবে কাজ করে যাবে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম। সভাপতিত্ব বক্তব্য তিনি বলেন, “বাল্যবিবাহ ও মাদক নির্মূলে প্রশাসন ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। পাশাপাশি শীতের শুরু থেকেই অসহায় ও গরীব মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ চলছে। সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষের যেন কোনো কষ্ট না হয় সেদিকে সর্বোচ্চ নজর রাখা হচ্ছে।”

এছাড়াও সভায় উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ধানের শীষে ভোট দিন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শালদহ গ্রামে বিএনপি কর্তৃক মহিলাদের নিয়ে এক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে আয়োজিত এ বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আগামী জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীক থেকে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী আমজাদ হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট আতাউল হক আন্টু, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শহিদুল

ইসলাম, সাবেক ছাত্র নেতা ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌর জাসদের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সারগীদুল আলম, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, যুবদলের সদস্য ফারুক হোসেন, যুবদল নেতা মাহফুজ আলম রহিদুল।

বক্তারা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দলের অবস্থান তুলে ধরেন।

উঠান বৈঠক শেষে আমজাদ হোসেন এলাঙ্গী, রায়পুরসহ বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ করেন। এ সময় তিনি বিএনপির ঘোষণা করা ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে পুরো এলাকায় নির্বাচনী আমেজ আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

লিফলেট বিতরণকালে রাস্তার দু’ধারে শতশত নারী ভোটার ধানের শীষের এমপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনকে হাত তুলে অভিবাদন জানান।

আলমডাঙ্গায় চার গ্রামের জনগণের মাদক বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় চার গ্রামের মানুষের মাদক বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলার ইসলামপুর, কামালপুর চরপাড়া ও চকবন্ডবিল গ্রামের সাধারণ মানুষ নিজেরাই এগিয়ে এসেছেন মাদক রোধে।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫ টায় ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় তিন গ্রামের উদ্যোগে এক বিশাল মাদকবিরোধী সমাবেশ। এতে অংশ নেন তিন গ্রামের শতাধিক নারী-পুরুষ ও তরুণ সমাজ। দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় মাদক বিক্রি ও সেবনের প্রবণতা বাড়তে থাকায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়। অভিযোগ রয়েছে, কিছু

যুবক মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে, যার ফলে এলাকার তরুণ প্রজন্ম ধীরে ধীরে মাদকের ভয়াবহ ছোবলে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামপুর, কামালপুর চরপাড়া ও চকবন্ডবিল গ্রামের সচেতন নাগরিকেরা যৌথভাবে এ উদ্যোগ নেন।

সমাবেশের আয়োজন করেন, কুমারী গ্রামের মহি উদ্দিন, কামালপুর চরপাড়ার বাপ্পি, ইসলামপুর গ্রামের সেলিম হোসেন ও চকবন্ডবিল গ্রামের টগর। উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সমাজকর্মী সাইদুল, ঝন্টু, সাজেদুর রহমান, শফি উদ্দিন, আলম হোসেন, তাইজাল, আলফাজ, জহুরুল, মঞ্জুসহ তিন গ্রামের অসংখ্য বাসিন্দা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, মাদক আজ আমাদের সমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের সন্তানরা এর শিকার হচ্ছে। এখন সময় এসেছে সবাইকে একসাথে দাঁড়ানোর। যে মাদক ব্যবসায়ী আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে, তাকে চিহ্নিত করে প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, সমাজের প্রতিটি পরিবারকে সচেতন হতে হবে। তরুণদের খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও ধর্মীয় চর্চায় যুক্ত করে রাখতে পারলেই মাদক থেকে দূরে রাখা সম্ভব।

স্থানীয়রা আশা প্রকাশ করেন, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা পেলে এলাকাকে পুরোপুরি মাদকমুক্ত করা সম্ভব হবে।

দাড়িপাল্লায় ভোট দিলে জিতে যাবে জনগণ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনিত চূয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি পদপ্রার্থী জেলা আমীর এডভোকেট রুহুল আমিন জীবননগর শহরে বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন।

বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার সময় তিনি জীবননগর জামায়াত অফিস থেকে

[redacted]

[redacted]

উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম ও পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপি’র সদস্য মীর ফারুক, ওমর ফারুক লিটন, রেজাউল হক, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রিপন, পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাহাঙ্গীর আলমসহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া মোনাজাত করা হয়।